গাজরের চাষের বিস্তারিত বিবরণ

গাজর এর জাতের তথ্য

ফসল : গাজর

জাতের নাম : নান্টেস সুপেরিয়র

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

জাতের নাম : কুরোদা স্যানটিন

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : সরাসরি বপন যোগ্য। বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস :

কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

জাতের নাম : নান্টেস ইমপ্রুভ

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি.। গাছের রঙ গাঢ় সবুজ। বীজ স্থানীয় জাতের চেয়ে বড় ও পার্শ্বদিকে কিছুটা চ্যাপ্টা।আমিষের পরিমাণ ২৩-২৭%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

জাতের নাম : ইম্পারেটর গ্লোব

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই চাষাবাদের উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

জাতের নাম : কুরোদা ম্যাঙ্

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সে.মি.। গাছের রঙ গাঢ় সবুজ। বীজ স্থানীয় জাতের চেয়ে বড় ও পার্শ্বদিকে কিছুটা চ্যাপ্টা।আমিষের পরিমাণ ২৩-২৭%।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

জাতের নাম : নিউ কুরোদা

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

জাতের নাম : কুরোদা ৩৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : আমদানিকৃত

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য : খরা প্রবণ এবং বৃষ্টি বহুল এলাকার উপযোগী।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ৯০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮ গ্রাম - ২২ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন থেকে পৌষ (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় : পৌষ-মাঘ মাস (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি)

তথ্যের উৎস : কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ওয়েব সাইট, ১৩/০২/২০১৮

গাজর এর পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমান : গাজরে প্রচুর ক্যারোটিন আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম গাজরে ৮৫গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৯ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ১.২ গ্রাম আঁশ, ৫৭ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১.২ গ্রাম আমিষ, ০.২ গ্রাম চর্বি, ১২.৭ গ্রাম শর্করা, ২৭ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ২.২ মি.গ্রা. লৌহ, ১০৫২০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ০.০৪ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১, ৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, এবং ০.০৫ মিলিগ্রামভিটামিন বি-২ রয়েছে।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

গাজরের বীজ এবং বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : গাজর চাষে বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন : ভালো বীজ পুষ্ট,কাঙ্ক্ষিত আকারের, সম আকারের দানা, উজ্জ্বল রঙ, চিটামুক্ত, বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন, পোকামাকড় ও রোগমুক্ত, শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন, অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পর্দাথমুক্ত।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : সরাসরি বোনা যায় বলে বীজতলা প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই।

বীজতলা পরিচর্চা : সরাসরি বোনা যায় বলে বীজতলা প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

গাজর এর চাষপদ্ধতির তথ্য

বর্ণনা : গাজর চাষে পুষ্ট,কাঙ্ক্ষতি আকারের, সম আকারের, উজ্জ্বল রঙ, চিটামুক্ত, বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন, পোকামাকড় ও রোগমুক্ত, শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন, অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পর্দাথমুক্ত বীজ নির্বাচন করুন।

চাষপদ্ধতি : বীজ থেকে চারা গজাতে ১০ থেকে ২০ দিন সময় লাগে। তবে বপনের আগে বীজ ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে চারা বের হয়। চারা গজানোর ৮ থেকে ১০ দিন পর ৬ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পর পর একটি গাছ রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে। একইসঙ্গে আগাছা পরিষ্কার ও মাটির চটা ভেঙে দিতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

গাজর এর মাটি এবং সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : পানি জমে না এমন দোআঁশ-বেলে দোআঁশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি : সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

গাজর চাষে নিম্নোক্ত পরিমান সার শেষ চাষের সময় মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন :

সারের নাম	শতক প্রতি সার
গোবর / কম্পোস্ট	৪০ কেজি
ইউরিয়া	৫০০ গ্রাম
ডিএপি / টিএসপি	৬০০ গ্রাম
এমওপি	৫০০ গ্রাম
জিপসাম	৬০০ গ্রাম

বীজ বপনের ৩ সপ্তাহ পর ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৮০-১০০ গ্রাম এমওপি সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। বীজ বপনের ৬ সপ্তাহ

পর আবার ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৮০-১০০ গ্রাম এমওপি সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। মাটির উর্বরতা বা মাটি পরীক্ষা করে সার দিলে মাত্রা সে অনুপাতে কম বেশি করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

গাজর এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা : বেড ও নালা পদ্ধতিতে গাজর চাষ করুন। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক, পরিচর্যা সহজ, এবং সেচের পানির অপচয় কম হয় ।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি : বেড ও নালা পদ্ধতিতে গাজর চাষ করুন। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি : খরার সম্ভাবনা থাকলে গাছের প্রয়োজন মাফিক হালকা পানি দিন ।

তথ্যের উৎস : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবনাক্ততা পরিস্থিতি ও ব্যবস্থাপনা কলা কৌশল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,২০১৭।

গাজর এর আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছা। সারা বছর জন্মে তবে প্রধানত রবি (শীতকালে) মৌসুমে।

প্রতিকারের উপায় :

ফসলের প্রথম ৩০দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখুন। গভীর চাষ দিন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৭।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি চারা রাখা উত্তম।পরবর্তীতে গাছ বড় হলে আবার পাতলা করে ৩০-৩৫ টি রাখা উত্তম।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৭।

গাজর এর আবহাওয়া এবং দুর্যোগ

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুন

ফসল ফলনের সময়কাল : রবি

দুর্যোগের নাম : অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : জমির পানি বের করার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : জমির পানি বের করার জন্য নালা কেটে দিন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : বিভিন্ন মিডিয়ায় আবহাওয়া বার্তা শুনে।

প্রস্তুতি : পানি বের করে দেয়ার জন্য নালা তৈরি ও মেরামত করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

গাজর এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : গাজরের উড়চুঙ্গা পোকা

পোকা চেনার উপায় : ৫-৬ সেমি (২ ইঞ্চি)এর মতো লম্বা, মেটে বাদামি রঙের শক্ত ধরনের কিন্তু দেহ কোমল ও চঞ্চল পোকা। বয়স্ক পোকার পাখা পিঠের অর্ধেক আবৃত। সামনের পা চেপ্টা ও খাঁজকাটা, মাটি খনন উপযোগী। বাচ্চা পোকা বয়স্কের মতো তবে পাখাহীন।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা গাজর কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : ফেজ -১ , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : অধিক আক্রান্ত জমিতে ফিপ্রোনিল/ ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন: রিজেন্ট ১০-১৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে)১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : উত্তমরুপে জমি চাষ দিন। পাখি বসার জন্য ক্ষেতে ডালপালা পুতে দিন। চারা লাগানোর প্রতিদিন সকালে ক্ষেত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য : সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুরে পোকা বের করে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট.

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : গাজরের কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : এরা মাঝারি আকারের নিশাচর মথ। উপরের পাখা ছাই ও ধুসর রঙ্গের ছোপযুক্ত, নিচের কিনারা ঝালের মতো। এরা হালকা ধুসর থেকে কালচে তেলতেলা ধরণের।

ক্ষতির ধরণ : এ পোকা রাতের বেলা চারা মাটি বরাবর কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ কেয়ার ৫০ এসপি; অথবা সানটাপ ৫০ এসপি; অথবা ফরাটাপ ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : উত্তমরুপে জমি চাষ দিন। পাখি বসার জন্য ক্ষেতে ডালপালা পুতে দিন। চারা লাগানোর প্রতিদিন সকালে ক্ষেত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য : সকাল বেলা কেটে ফেলা চারার আশে পাশে মাটি খুরে পোকা বের করে মেরে ফেলুন। কেরোসিন মিশ্রিত পানি সেচ দিন। রাতে জমিতে মাঝে মাঝে আবর্জনা জড়ো করে রেখে তার নিচে কীড়া এসে জমার ব্যবস্থা করে, সকালে সেগুলোকে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

গাজর এর রোগের তথ্য

রোগের নাম : পাতা পোড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতায় চোখের মতো হলদে থেকে বাদামী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগ হয় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা পুড়ে যাওয়ার মত হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করা। সুষম সার ব্যবহার করা। রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করা।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাক নাশক (যেমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: গোল্ডাজিম ৫ মিলিটার বা এমকোজিম বা কিউবি বা কমপ্যানিয়ন ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করতে পারেন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করা ।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গাজরের ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়াজনিত

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতার কিনারায় হলুদ-বাদামি থেকে বাদামী রংগের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে একাধিক দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগ হয় এবং পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। পাতার ঝলসে যায় এবং আগা বাঁকা হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি বা গোল্ডটন ৫০ ডব্লিউপি ২০ গ্রাম ১০লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করা। সুষম সার ব্যবহার করুন। বিকল্প পোষক পরিষ্কার করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গাজরের নরম পচা রোগ

রোগের কারণ : একধরনের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কুপ্রাভিট ১০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করা। সুষম সার ব্যবহার করুন। বিকল্প পোষক পরিষ্কার করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গাজরের ভায়োলেট শিকড় পচা রোগ

রোগের কারণ : জীবাণু

ক্ষতির ধরণ : গাজরের প্রধান শিকড়ের আগায় অথবা গাজরের গায়ে শিকড়ে পচন শুরু হয় এবং ক্রমশঃ উপরের দিকে পচতে থাকে। গাজেরের গায়ে মাটি লেগে থাকেতে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড়

ব্যবস্থাপনা : কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাক নাশক কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি বা গোল্ডটন ৫০ ডব্লিউপি ২০ গ্রাম ১০লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করা। সুষম সার ব্যবহার করুন। বিকল্প পোষক পরিষ্কার করুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গাজর ফেটে যাওয়া সমস্যা

রোগের কারণ : দৈহিক ও আবহাওয়া জনিত

ক্ষতির ধরণ : দীর্ঘ খরা হলে বা শুষ্ক ও গরম হাওয়ার ফলে অথবা মাটি অধিক শক্ত থাকলে অথবা হঠাৎ সেচ দেয়া বা অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার বা হরমোন প্রয়োগের কারণে গাজর ফেটে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা : নিয়মিত পরিমিত সেচ দিন। এ ধরণের সমস্যা অনুমান করতে পারলে ক্ষেতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার বা হরমোন প্রয়োগ করবেন না।

পূর্ব-প্রস্তুতি : খরা মৌসুমে নিয়মিত পরিমিত সেচ দিন। পর্যাপ্ত জৈব সার প্রয়োগ করুন। বপনের পূর্বে জমি উত্তমরুপে চাষ দিয়ে ঝুরঝুরে করুন। অতি ঘন করে গাজর চাষ করবেন না।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গাজরের কালো পচা রোগ

রোগের কারণ : একধরনের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের পাতার গোড়ায়/বোটায় কলো দাগ দেখা যায়। গাজরের গায়ে গর্ত হয়ে পচতে দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাক নাশক কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি বা গোল্ডটন ৫০ ডব্লিউপি ২০ গ্রাম ১০লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। বিকল্প পোষক পরিষ্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন।।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : গাজরের সাউদার্ন ব্লাইট রোগ

রোগের কারণ : একধরনের ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : গাছের গোড়ায় বা কান্ডে পচন ধরে এবং ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়া ও সরিষার দানার মত স্কেরোশিয়া দেখা যায়। গাছ আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে । পরবর্তীতে পুরো গাছ মারা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট ২০ গ্রাম বা মনোভিট ২০ গ্রাম) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ এইমকোজিম ১০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : জমি তৈরি করার সময় জমি গভীরভাবে চাষ দিন । বীজশোধন করুন। চারা গজানোর পর অতিরিক্ত সেচ দিবেন না। আক্রান্ত জমিতে কয়েকবার দানাজাতীয় ফসল চাষ করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংশ করা বা পুড়িয়ে ফেলুন। ট্রাইকোডারমা ভিড়িডি ৩০ গ্রাম /৫০০ গ্রাম হারে গোবরের সাথে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করুন। ফসল সংগ্রহের পর পুরাতন গাছ ও আবর্জনা আগুনে পুড়িয়ে দিন।

তথ্যের উৎস : ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

গাজর এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণ

ফসল তোলা : ভালো ফলন পেতে হলে ১০০ দিনের আগে ফসল তুলবেন না। পুরোপুরি পরিপক্ব ও উৎকৃষ্ট মানের গাজর পেতে হলে বীজ বোনার ১০০ থেকে ১২৫ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করুন।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : ফসল তোলে ধুয়ে আকার অনুসারে বাছাই করে নিন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : পাতা ছেঁটে চটের বস্তায় ভরে নিন।

সংরক্ষণ : ঠান্ডা / শীতল স্থানে সংরক্ষন করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

গাজরের বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন : বীজ এক দিন ভিজিয়ে রাখুন। বীজ খুব ছোট বলে ছাই বা গুঁড়া মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বীজ বুনুন। সমতল জমিতে ৮-১০ ইঞ্চি ব্যবধানে লাইন তৈরি করে লাইনে বীজ বুনুন। বীজের জন্য ফসলের জীবনকালের বেশি সময় দরকার হয়। গজানোর পর চারা একটু শক্ত হলেই পর্যায়ক্রমে চারা পাতলা করে দিন। চারার দূরত্ব ২-৩ ইঞ্চি রাখুন। গাছে ফুল আসার ৩০ থেকে ৪০ দিন পর গাজরে ফল যখন পেকে শুকিয়ে খড়ের মতো বাদামি রঙ ধারণ করে এবং ফলের ডাঁটা শুকিয়ে যায়, তখন ভোরের দিকে ডাঁটাসহ ফল সংগ্রহ করুন। যথাযথভাবে সংরক্ষণ করলে দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত গাজর বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে।

রুটকাটিং/ শিকড় কাটা পদ্ধতিঃ ৭০ থেকে ৮০ দিন বয়সের গাজর উঠিয়ে ১ থেকে ২ ইঞ্চি পরিমাণ ডগা রেখে এবং মূলের অর্ধেক পরিমাণ নিচের অংশ কেটে ফেলে দিন। গাজরের মূলকে ছত্রাকনাশকে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর ছায়াযুক্ত স্থানে মূল জমিতে ৫০ সেন্টিমিটার থেকে ১ মিটার দূরে দূরে মূলের কাটা অংশের অর্ধেক পরিমাণ অংশ মাটিতে পুঁতে দিন। গাছ থেকে ১ থেকে ২ মাসের মধ্যে ফুল আসে। এবং তা থেকে ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে গাজরের বীজ সংগ্রহ করুন।

বীজ সংরক্ষণ: বীজ কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ৮% আর্দ্রতায় এনে প্লাস্টিক/টিনের কৌটা/ ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে বীজ পূর্ণ করে বায়ুরোধী মুখ আঁটকে সংরক্ষণ করুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে।বীজ পাত্র চিহ্ন/লেবেল দিয়ে ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজপ্রাপ্তি স্থান : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন
সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

গাজর এর কৃষি যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : গাজর

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : কায়িক, পশু শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা : কম জমি জমভনযোগস সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

গাজর এর বাজারজাতকরণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ভ্যান,ট্রলি, পিকাপ ট্রাক,লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যাব,কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : মোড়কীকরণ ঝুড়িতে/ কার্টনে খড় বিছিয়ে ২.০-২.৫ সেমি পরিমাণ উঁচু করে সারি সারি করে বিছিয়ে রেখে বাজারজাত করুন।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।